গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী এর জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে অংশীজনের অংশগ্রহণে ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার

কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মো: আনোয়ার যাইদ, পরিচালক
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী
সভার স্থান : বিকেকেবি, রাজশাহী এর কমিউনিটি সেন্টার হল রুম
সভার তারিখ ও সময় : ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪. সকাল ১১.৩০ টা।

(সভায় উপস্থিত অংশীজনের স্বাক্ষিরিত তালিকা পরিশিষ্ট "ক")

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভায় বোর্ডের কার্যক্রম উপস্থাপনের জন্য উপপরিচালক কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপপরিচালক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী হতে দাপ্তরিক কর্মকান্ডসহ প্রদত্ত সেবাসমূহ ও সেবা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত করেন। এছাড়া সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, গবেষণা ও উন্নয়ন) জনাব এ কে এম আব্দুল্লাহ খান (অতিরিক্ত সচিব)। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, গবেষণা ও উন্নয়ন) মহোদয়কে বোর্ডের সেবা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়। তাঁর বিস্তারিত আলোচনায় নিম্নোক্ত বিয়য়ে অভিমত ব্যক্ত করেন:

বোর্ডের সেবার মান ও পরিধি বাড়ানোর জন্য অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগীয় পর্যায়ে যাতে বোর্ডের আয়বৃদ্ধি করা যায়, সে বিষয়ে বোর্ড কাজ করছে। সেবা প্রদানের বিষয়ে ইতোমধ্যে ৩৮তম বোর্ড সভায় বোর্ড হতে প্রদানকৃত অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধির নীতিগত অনুমোদন নেয়া হয়েছে। যেমন: কল্যাণ ভাতা, দাফন-অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান, যৌথবীমার এককালীন অনুদান, সাধারণ চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি। এছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের প্রায়ই ঢাকায় আসতে হয়। সে ক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ঢাকায় থাকার কোন ব্যবস্থা না থাকায় তাঁদের অনেক অসুবিধার সম্মুখিন হতে হয়। এ ক্ষেত্রে মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আলাদা থাকার জন্য ডরমেটরি স্থাপনেরও বোর্ড সভায় অনুমোদন নেয়া আছে।

সভায় অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয় আরো জানান, বিমান বন্দরে কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন, সার্কিট হাউস ব্যবহার সুবিধা চালু করা হয়েছে। বোর্ড হতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মৃত জনিতকারণে শোক বার্তা প্রদান করা হয়। আগামী অংশীজনের অংশগ্রহণ সভায় যাতে জেলা-উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন অফিসের স্টেকহোল্ডার সভায় উপস্থিত নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেন। উপস্থিত অংশীজন বিভিন্ন মতামত প্রদান করেন। তাঁদের মধ্যে নিম্নে কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মতামত নিম্নে প্রদত্ত হলো:

০২. জনাব মো: শাহ আলম শেখ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, রাজশাহী গণপূর্ত জোন, রাজশাহী বলেন, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে আর্থিক চিকিৎসাসংক্রান্ত অনুদান গ্রহণের অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি গত অর্থবছরে চিকিৎসার অনুদান সংক্রান্ত একটি আবেদন করেছিলাম। আবেদন করার পরবর্তী মাসে মঞ্জুরিকৃত অর্থ ইএফটি'র মাধ্যমে আমার প্রদত্ত ব্যাংক হিসাবে জমা হয়েছে। এত দ্রুত সময়ে চিকিৎসাজনিত আর্থিক সাহায্য পেয়ে আমি আনন্দিত। বর্তমানে কল্যাণ বোর্ডের সেবা অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং ডিজিটালাইজ। তবে বোর্ডের সেবা সর্ম্পকে সকল সরকারি কর্মচারীদের অবহিত করণের জন্য আরও প্রচার করা প্রয়োজন।

০৩. জনাব মো: মাসুম আলী, সহকারী পরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, রাজশাহী তিনি কল্যাণ বোর্ডের সকল সেবা সম্পর্কিত বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। চিকিৎসা সাহায্য আবেদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয়ে জানতে চান। এ বিষয়ে তাকে বিশদভাবে জানানো হয়।

CamScanner

০৪. জনাব নিয়াজ মেহেদী, সহকারী পুলিশ সুপার, রাজশাহী জেলা জানতে চান যে, পুলিশ বাহিনী এ কার্যালয় হতে কি কি সেবা পেতে পারে এবং সেবা পাওয়ার যোগ্যতা কি? তাঁর এমন প্রশ্নে উপপরিচালক জানান, এ কার্যালয় হতে পুলিশ বাহিনী ১ম হতে ১০ম গ্রেড পর্যন্ত সকল কর্মকর্তা চিকিৎসা অনুদান, কল্যাণভাতার অনুদান, দাফন-অন্ত্যেষ্টিক্রীয়ার অনুদান ও যৌথবীমার এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সকল গ্রেডের পুলিশ সদস্য/কর্মচারী যৌথবীমার এককালীন অনুদান পেয়ে থাকেন। এ সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন।

০৫. জনাব মোহা: রমজান আলী, ইনস্ট্রাকটর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী জানান যে, এ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ চিকিৎসা সাহায্য অত্যন্ত প্রসংশনীয় সেবা। এ সেবার পাশাপারি সরকারি কর্মচারীর প্রতিবন্ধি সন্তানদের জন্য আলাদা কোন চিকিৎসা সাহায্য প্রদান করা যায় কি না সে বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। বিষয়টি উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের নিকট জানানো হবে মর্মে সভায় উক্ত কর্মচারীকে অবহিত করা হয়।

০৬. জনাব মো: সালাহ উদ্দিন, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী বলেন, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী এ মতবিনিময় সভা আহবান করা জন্য উপস্থিত সকলের পক্ষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এ মতবিনিময় সভা আহবানের ফলে তারা বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে অবগত হলেন এবং তাঁর নিজ কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে বিষয়টি অবহিত করবেন বলে সভাকে জানান। তিনি আরো বলেন, কল্যাণ বোর্ডের সেবা পেতে আগে অনেক সময় লাগতো কিন্তু বর্তমানে অনেক সেবা অনলাইন হওয়ায় এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিকতায় তারা খুব দ্রুত চাহিত সেবা পেয়ে থাকেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

০৭ জনাব মো: মোস্তফা জামান, পরিদর্শক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, রাজশাহী জানান, এ কার্যালয় সেবা সম্পর্কিত তথ্যগুলো জানতে পেরে অনেক উপকৃত হয়েছেন। তিনি এ বিষয়গুলো তাঁর উর্ধ্বতনকর্তৃপক্ষকে জানাবেন। যাতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ কল্যাণ বোর্ডের সেবা সম্পর্কে অবহিত হন।

০৮. জনাব মোঃ রুবেল হক, এসি (লমিস্টিকস্), রাজশাহী মেট্রোপরিটন পুলিশ, রাজশাহী স্বাস্থ্য বীমা চালু করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন।

০৯. ড. তরুন বন্দোপাদ্যায়, সোস্যাল ডেভলপমেন্ট অফিসার, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী আলোচনায় বলেন, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে বোর্ডের মাধ্যমে স্বপ্ল ব্যয়ে বাসস্থানের প্লট বা ফ্লাটের ব্যবস্থা করা যায় কি না সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করেন। তিনি আরো বলেন, বোর্ডের বেশির ভাগ সেবা কর্মচারী মৃত্যু পর অথবা অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে ফলে কর্মরত অবস্থায় ভোগ করার বিষয়টি খুব সীমিত। কোন কর্মচারী সুস্থ্য থাকাকালীন সময় কোন আর্থিক সহায়তা করা যায় কিনি সে বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

১০. ডা. শ্যামল কুমার রায়, সহকারী পরিচালক, বিভাগীয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বলেন, কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে অন্যান্য সেবার মতো রেশনিং ব্যবস্থা চালুর উদ্যোক গ্রহণ করা যায় কি না এ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন।

১১. জনাব মো: রাশেদুর রহমান, স্টাফ অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রাজশাহী জানান, বিকেকেবি, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীর এ উদ্যোগ অত্যন্ত প্রসংশনীয়। এ উদ্যোগের মাধ্যমে ফায়ার সর্ভিস সকল সদস্যদের মধ্যে এ কার্যালয়ের সেবাসমূহ আমি অবগত করবো। এ কার্যালয় হতে আমি এবং আমার অনেক সহকর্মী বিভিন্ন সময়ে সেবা গ্রহণ করেছি। যেহেতু আমরা কল্যাণ ভাতা ও যৌথবীমা বাবদ একটা মাসিক চাঁদা কর্তন করি ফলে সকলে এ সেবা প্রয়োজনে গ্রহণ করা উচিত। সকলের এই প্রাণবন্ত উপস্থিতিকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

১২. জনাব মো: ইউনুচ আলী, উচ্চমান সহকারী, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী বলেন, বিকেকেবি, বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০৬ মাস মেয়াদী করা যেতে পারে। কারণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরির বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দক্ষতা প্রশিক্ষণের মেয়াদ নূন্যতম ০৬ মাস মেয়াদী চায় ফলে এ কার্যালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্র সাবমিট করা যায় না। এছাড়া তিনি প্রশিক্ষনার্থীদের যাতায়াত ভাতা প্রদান করা যায় কি না সে বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য মতামত ব্যক্ত করেন এবং এ বিষয়ে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ তুলে ধরেন।

১৩. জনাব মো: মঈন উদ্দিন, সিনিয়র শিক্ষক, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল রাজশাহী বলেন, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী এ মতবিনিময় সভা আহবান করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি কল্যাণ বোর্ডের সেবা সর্ম্পকিত বিভিন্ন বিষয়ে বিশদ জানার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সে মতে কল্যাণ কর্মকর্তা বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

CamScanner